মে দিবসের কাহিনী

আনহা এফ খান

"Whether a man works eight hours a day or ten hours a day, he is still a slave."

তৎসময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটলেও ১৮৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অ্যালার্ম পত্রিকায় এ সত্যটাই লিখেছিলেন স্যামুয়েল ফিলডেল।

যান্ত্রিক উৎপাদনশীলতার যুগে প্রবেশের সাথে সাথে দাসশ্রেণিই শ্রমিক হয়ে উঠেছিল বটে, তবে তা নামে মাত্র। তৎকালীন বণিক সম্প্রদায়ের জন্যও দাস পোষার তুলনায় নামমাত্র মূল্যে 'স্বাধীন' শ্রমিক পোষাটাই অধিক লাভজনক ছিল। কিন্তু শোষক আর শোষিতের চিরন্তন দ্বন্দ্বে নানাভাবে নানা পরিসরে মালিক-শ্রমিক মুখোমুখি দাঁড়ানোর পরিস্থিতি বারবারই ঘটে আসছিল। কেননা কাজের উপযুক্ত পরিবেশ ছিল না কোথাও, ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হতো, মজুরিও ন্যূনতম জীবনযাপনের উপযোগী নয় এবং কাজ করতে হতো ন্যূনতম ১২ ঘণ্টা, কোথাও তা ১৪, ১৬ বা ১৮ ঘণ্টাও! মূলত শ্রমঘণ্টা কমানোর দাবিকে কেন্দ্র করেই শ্রমিক আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, পরবর্তীতে ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিনটি রচিত হয় যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে, ১৮৮৬ সালের মে মাসে, যা পরবর্তীতে শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের স্মারক হিসেবে গণ্য হয়। প্রায় ৮০টি দেশে এই দিনটি সরকারি ছুটির দিন। তবে যে দেশে এর সূত্রপাত, সেই যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি ছুটির মর্যাদা পায়নি দিনটি।

সকল কারখানায় দৈনিক কর্মঘণ্টা হবে ৮ ঘণ্টা এবং এজন্য কোনো প্রকার বেতনের কাটছাঁট করা যাবে না। ওভারটাইম নির্ভর করবে পুরোপুরি শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর, কিন্তু ওভারটাইমসহ ১২ ঘণ্টার বেশি কোনো শ্রমিককে কাজ করানো যাবে না। এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণাসহ ১৮৮৬ সালের ১ মে পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।

আঠারো শতকের শুরুর দিকে মজুরির চেয়েও শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ দাবি ছিল শ্রমঘণ্টা, যা ছিল অন্তত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত, এর বেশি নয়। ১৮০৬ সালের পর থেকে সফল কিছু ধর্মঘটের পর যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু কারখানায় শ্রমঘণ্টা কমিয়ে আনা হয়। ১৮২৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায় গঠিত হয় মেকানিকস ইউনিয়ন অব ট্রেড অ্যাসোসিয়েশনস, যা বিশ্বের প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে বিবেচিত; পরবর্তীতে এই ইউনিয়নের ব্যাপ্তি ইংল্যান্ড হয়ে আরো অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নানা ক্ষেত্রে শ্রমিকরা তাদের সুনির্দিষ্ট দাবি নিয়ে আন্দোলন অব্যাহত রাখলেও মালিক নিয়ন্ত্রিত মূলধারার সংবাদপত্রসমূহে এর সংবাদ কোনোভাবেই জায়গা করতে পারেনি। চলতে থাকে দেখেও না দেখার রাজনীতিও।

শ্রমিকদের প্রতি বণিকদের পুরনো দাসসুলভ মনোবৃত্তি, শ্রমিকদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও এই শোষণ-বঞ্চনায় মূলধারার সংবাদ মাধ্যমগুলোর নীরব ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে শ্রমিকশ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে উইলিয়াম হেইগটনের সম্পাদনায় ১৮২৮ সাল থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'মেকানিকস ফ্রি প্রেস' পত্রিকা। এ ছাড়াও 'ওয়ার্কিং ম্যান'স অ্যাডভোকেট' নামেও আরেকটি পত্রিকা শুরু হয় প্রায় সমসাময়িক কালেই। ১৮৪৫ সালে ম্যাসাচুসেটসের লাউয়েল অঞ্চলের টেক্সটাইল শিল্পের নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি, স্যানিটেশন এবং ১০ ঘণ্টা শ্রম দিবসের দাবি নিয়ে গঠিত হয় 'দ্য লাউয়েল ফিমেল লেবার রিফর্ম অ্যাসোসিয়েশন'। ১৮৬০ সালে জুতা শিল্পের শ্রমিকদের দেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়, আনুমানিক ২০ হাজার শ্রমিক এতে অংশ নেয়। ১৮৮১ সালে মূলত জর্জিয়ার আটলান্টায় লন্ড্রি শ্রমিকদের আন্দোলনে বিপাকে পড়ে মালিকরা; এ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ শ্রমিকই ছিল নারী এবং কৃষ্ণাঙ্গ। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় যুক্ত হয় নতুন মাত্রা।

ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের আন্দোলনকারী সংগঠনগুলো মিলে ১৮৮১ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠা করে 'ফেডারেশন অব অর্গানাইজড ট্রেডস অ্যান্ড লেবার ইউনিয়নস' (FOTLU), যার নাম পরিবর্তীতে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার' (AFL) করা হয়। ১৮৮৪ সালে শিকাগোতে এই সংগঠনটির চতুর্থ কনভেনশন থেকে দাবি করা হয়, সকল কারখানায় দৈনিক কর্মঘণ্টা হবে ৮ ঘণ্টা এবং এজন্য কোনো প্রকার বেতনের কাটছাঁট করা যাবে না। ওভারটাইম নির্ভর করবে পুরোপুরি শ্রমিকের ইচ্ছার ওপর, কিন্তু ওভারটাইমসহ ১২ ঘণ্টার বেশি কোনো শ্রমিককে কাজ করানো যাবে না। এই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচির ঘোষণাসহ ১৮৮৬ সালের ১ মে পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে বিরতিহীন নানা আন্দোলন চলাকালেই ১৮৬৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা সরকারি শ্রমিকদের দৈনিক কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টা হিসেবে কার্যকর করে।

১৮৮৬ সালের ১ মে প্রায় ১৩০০ কারখানার তিন লক্ষাধিক শ্রমিক একযোগে ধর্মঘট শুরু করে। শ্রমিকদের পক্ষ থেকে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট চললেও পুলিশের সহায়তায় মালিকপক্ষ নানাভাবে শ্রমিকদের ওপর চড়াও হতে থাকে। ধর্মঘটের তৃতীয় দিন 'ম্যাককরমিক রিপার ওয়ার্কস' নামক একটি কারখানায় শ্রমিকদের সভায় পুলিশ আক্রমণ করে। পুলিশের গুলিতে দুজন, মতান্তরে ছয়জন শ্রমিক নিহত হয়। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে ৪ মে শিকাগোর হে

মার্কেট চত্বরে প্রতিবাদী সভার ডাক দেওয়া হয়।

এইদিন সভা চলাকালে পুলিশ আক্রমণের পূর্ণ প্রস্তুতিতে থাকলেও সভার শান্তিপূর্ণ চেহারার কারণে তা করা যাচ্ছিল না। এ সময়ই হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে একটি হাত বোমার, ঘটনাস্থলেই নিহত হয় একজন পুলিশ। সাথে সাথেই প্রস্তুত পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে শ্রমিকদের ওপর। বেপরোয়া গুলি ছুঁড়তে থাকে। এদিন ৭-৮জন, কোনো কোনো সূত্র মতে ১১-১২ জন শ্রমিক এবং ৭জন (পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো একজন) পুলিশ সদস্য মারা যায়। পরবর্তীতে তদন্তে জানা যায়, পুলিশ সদস্যদের মৃত্যুও হয় গুলিতে, যা অন্যান্য পুলিশের ছোড়া। শ্রমিকদের ওপর এলোপাতাড়ি গুলি ছোড়ার ফলে 'ক্রসফায়ারের' পরিণতি। তবে ঐ দিনের বোমাটির বিস্ফোরণ কারা ঘটিয়েছিল, তার সুরাহা ১২৯ বছরেও হয়নি। আন্দোলনকারীদের দাবি অনুযায়ী শান্তিপূর্ণ সমাবেশে হামলার যৌক্তিকতা তৈরি করতে মালিকদের এজেন্ট বা পুলিশই এটা ঘটিয়েছিল।

এ ঘটনায় উস্কানির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় অগাস্ট স্পাইস, স্যামুয়েল ফিলডেন, অস্কার নিব, মাইকেল শোয়াব, জর্জ ইগেল, অ্যাডলফ ফিশার, লুইস লিং ও আলবার্ট পারসনকে। মালিকপক্ষের মনোনীত জুরিবোর্ড অস্কার নিবকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড এবং অন্যদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। দণ্ডপ্রাপ্তদের আপিল আবেদন সুপ্রিম কোর্টে যায় ১৮৮৭ সালে। ১১ নভেম্বর স্পাইস, ইগেল, ফিশার ও পারসনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় উন্মুক্ত স্থানে। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত লিং এই প্রহসনমূলক অন্যায় বিচারের প্রতিবাদে ১০ নভেম্বর কারা অভ্যন্তরে আত্মহত্যা করেন। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েই অগাস্ট স্পাইস বলেছিলেন সেই ঐতিহাসিক কথা– `*The time will come when our silence will be more powerful than the voices you strangle today.*' ১৮৯৩ সালে ইলিনয়ের গভর্নর পুরো বিচার প্রক্রিয়াকে প্রহসন হিসেবে আখ্যায়িত করে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত তিনজনের মুক্তি প্রদান করেন।

১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কংগ্রেস ১ মে-কে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯১৯ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বা ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও) প্রতিষ্ঠার পর ৮ ঘণ্টা কর্মদিবস, সপ্তাহে এক দিন ছুটির আইনসহ ১ মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস ঘোষণা করা হয়।

আনহা এফ খান: সর্বজন আন্দোলনের কর্মী।
ই-মেইল : anhasrsp@gmail.com

তথ্যসূত্র:

[চেম] Chase,E. (1993) "The Brief Origins of May Day", http://www.iww.org/history/library/misc/origins_of_mayday, accessed 2 April 2015.

[স্ক্যালটার] Scalter, K.K. (undated), "The Labor and Radical Press 1820- the Present", available at http://depts.washington.edu/labhist/laborpress/Kelling.htm, accessed 2 April 2015.

[লেখকের নামবিহীন] Anonymous (2002), "The History of May Day", available at https://www.marxists.org/subject/mayday/articles/tracht.html , accessed 2 April 2015.

[উইকিপিডিয়া] http://en.wikipedia.org/wiki/Haymarket_affair

সর্বজনকথা প্রাপ্তিস্থান

আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা
কনকর্ড এম্পোরিয়াম, কাটাবন, ঢাকা
সাগর পাবলিশার্স, বেইলী রোড, ঢাকা
মৃত্তিকা, খুলনা
বাতিঘর, চট্টগ্রাম
বইহাট, যশোর সার্কিট হাউজ রোড, যশোর
প্রমিতি, প্রেসক্লাব মার্কেট, ২য় তলা, রংপুর
পপুলার এন্টারপ্রাইজ, দিনাজপুর
চন্দন বুক পয়েন্ট, গোল্ডেন প্লাজা, সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী
বইপত্র, ৯০ রাহা মেনসন, সিলেট
আজাদ অঙ্গন, ময়মনসিংহ

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা: ৫০০ টাকা
(ডাক মাশুল সহ)
যোগাযোগ: ০১৯১১৬৪০৩৪৯